অধ্যাপক আবুল হসসাম ও ড. এ.কে.এম মুনীরের মানবতায় অবদান ও গ্রেইঞ্জার চ্যালেঞ্জ জয়

ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ,

অধ্যাপক আবুল হসসাম ও ড. এ.কে.এম মুনীরের পানিতে আর্সেনিক-দুষণ প্রতিরোধক প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং ২০০৭ সালের গ্রেইঞ্জার চ্যালেঞ্জ পুরস্কার বিজয় কয়েকটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

আজকের অনুষ্ঠানের সুভেনির থেকে আপনারা জেনেছেন যে বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও চীনে পানিতে আর্সেনিক জীবানু ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে এবং আমেরিকাতেও এই বিষক্রিয়া দেখা দিতে শুরু করেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে নব্বই দশকের শেষের দিকে এটি মহামারী আকার ধারণ করে, এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটিকে একটি মহা প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে ঘোষণা করে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে এই মহামারী নিম্ন আয়ের জনগণকেই বিশেষভাবে আক্রান্ত ও পর্যুদস্ত করে, কারণ ধনী সম্প্রদায়ের সামর্থ্য আছে আর্সেনিক-আক্রান্ত পানি ব্যবহার না করে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করা, এবং কোনভাবে আর্সেনিক দ্বারা আক্রান্ত হলে প্রয়োজনীয় চিকিংসা ও খাদ্য-সামগ্রী বাছাই করে এর মোকাবিলা করা। নিম্ন আয়ের পরিবারের নারীদের ওপর এই অসুখের সামাজিক প্রতিক্রিয়াও সুতীব্র বেদনাদায়ক। এদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র গণনায় যেখানে এই মহামারীর ও নারী-সমাজের ওপর এর অতি বেদনাদায়ক প্রতিক্রিয়ার প্রতি ঔদাসীন্য অতীব দু:খজনক, সেখানে মূলধারা-অর্থনীতিবিদদের মধ্যে আর্সেনিক দুষন প্রতিরোধ-প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহযোগী হুসসাম-ভ্রাতাদেরই আর একজন অধ্যাপক আবুল বরকত দারিদ্র প্রত্যয় দেশীয়করণের স্বপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। আর তাঁরই নেতৃত্বে কুষ্টিয়া-ভিত্তিক এন,জি,ও ”মানব-শক্তি উন্নয়ন কেন্দ্র” এই প্রযুক্তির বাস্তব প্রয়োগ-পরীক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, যে কেন্দ্র উন্নয়নের প্রত্যয় দিয়েছে দেশের জি,ডি,পি-র প্রবৃদ্ধি হিসাবে নয়, ”মানুষের অন্তর্নিহিত অসীম শক্তির বিকাশের সুযোগ” হিসেবে। সব মিলিয়ে হসসাম ভ্রাতাদের সমাজ ও উন্নয়ন দর্শন ও সমাজ সেবায় একনিষ্ঠতা দেশের সবার জন্য অত্যন্ত অনুপ্রেরণাময়।

পানিতে আর্সেনিক দুষন-মহামারীর চ্যালেঞ্জের প্রত্যুত্তরে অধ্যাপক আবুল হুসসাম ও ড. এ. কে. এম. মুনীর বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক গবেষণা শুরু করেন, এবং

এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য তাঁরা এমন প্রযুক্তিই সন্ধান করেন যা এই আক্রমনের প্রধান শিকার নিম্ন আয়ের মানুষদের নাগালের মধ্যে থাকবে। তাঁদের কয়েক বছরের অত্যন্ত নিবেদিত এবং অসাধারণ মেধাসম্বলিত প্রাযুক্তিক ও প্রায়োগিক গবেষণার ফল সোনো ফিলটার যা আর্সেনিক থেকে পানিকে সম্পূর্ণ পরিশোধিত করে। এই ফিলটারটি কয়েক বছর ধরে মানব-শক্তি উন্নয়ন কেন্দ্রের একটি বড়ো প্রকল্পে এবং অন্যান্য এনজিওদের প্রকল্পেও বাংলাদেশের এগারোটি জেলায় প্রায় ১০০টি গ্রামে ব্যবহৃত হচ্ছে, যার ফলস্বরূপ এই গ্রামগুলিতে গত তিন বছরে কোন আর্সেনিক আক্রান্ত রোগী দেখা যায় নি। বাংলাদেশ সরকার এনভিরনমেন্ট টেস্টিং এন্ড ভেরিফিকেশন প্রোগ্রাম ফর আর্সেনিক মিটিগেশন-এর সহায়তায় ২০০১ সালে এই প্রযুক্তিটি অনুমোদন করে, এবং ২০০২ সালে বিশ্ব-সাস্থ্য-সংস্থাও এই প্রযুক্তিটি অনুমোদন করে এই বলে যে এই প্রযুক্তি দিয়ে পরিশোধিত পানি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মান অতিক্রম করছে।

সোনো ফিল্টারটি যে কোন দেশে সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদান দিয়ে তেরি করা যায়, কোনো উপাদানই আমদানির প্রয়োজন হয় না। একটি সোনো ফিলটারের দাম আড়াই হাজার টাকার মতো যা দিয়ে গড় মাপের দুটি পরিবার তাদের দৈনন্দিন খাবার ও রান্নার পানি পরিশোধিত করতে পারে। প্রয়োজনে সমিতি গঠন করে গ্রুপ সঞ্চয় থেকে তাদের জরুরি প্রয়োজনে ঋণ নিয়ে - যেরকম আত্মনির্ভর ক্ষুদ্রঋণ প্রোগ্রাম বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের অনেক নিম্ন আয়ের জনগন নিজেরাই পরিচালনা করছে - অত্যন্ত নিম্ন আয়ের পরিবাররাও এই জীবন-বাঁচানো ফিলটারটি কিনতে পারে। এবং এটি সম্পূর্ণ পরিবেশ-বান্ধব। মানব-জীবনের ওপর সাম্প্রতিক কালের এত বড়ো একটা হুম্কির এত প্রায়োগিক-ভাবে সহজ ও স্বল্প মূল্যের সমাধানের দৃষ্টান্ত সমস্ত বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মানুষের কল্যানে ব্যবহারের এবং মানুষের সৃষ্টিশীলতার দৃষ্টান্ত হিসাবে বিরল।

মানবতার ওপর বিরাট ও ভয়াবহ এক হুম্কির চ্যালেঞ্জের সফল মোকাবিলাই নি:সন্দেহে হুসসাম ভ্রাতাদের সবচেয়ে বড়ো পুরষ্কার । গ্রেইঞ্জার চ্যালেঞ্জ বিজয় তাঁদের এই অবদানে বিশ্বমঞ্চে একটি বড়ো প্রাতিষ্ঠানিক মাত্রা যোগ করেছে। বিশ্বে অনেকগুলিই আন্তর্জাতিক পুরষ্কার রয়েছে যার সব কটি বিতর্কের উর্দ্ধে নয়, বিশেষ করে কোন কোন বড়ো পুরষ্কারের পেছনে প্রশ্নবোধক ভাবাদর্শ কাজ করে বলে ধারণা রয়েছে। বিশ্বে নানান্রকম বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক উদ্বাবনও হয়ে চলেছে - বহু কঠিন রোগের চিকিংসাও বেরোচ্ছে - যার ফল নিম্ন আয়ের মানুষদের নাগালের বাইরে এবং যার থেকে দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ী শ্রেণীরাই বিপুল লাভ করে চলেছে, এবং যার অনেকেই পরিবেশ-বান্ধবও নয়। আপনারা জেনেছেন যে আর্সেনিক দুষণ-প্রতিরোধক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গ্রেইঞ্জার চ্যালেঞ্জ পুরষ্কারটি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মানবতার কল্যানে

প্রাযুক্তিক অবদানের জন্য ঘোষণা করা হয়, যার প্রয়োগের খরচ হতে হবে নিম্ন আয়ের মানুষদেরর নাগালের মধ্যে, যা নির্ভরযোগ্য ও টেঁকসই, যা সাধারণ মানুষের জীবন-সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পরিবেশ-বান্ধব, যা অবিরাম বিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল নয় এবং যা আর্সেনিক-আক্রান্ত দেশগুলি নিজেরাই সহজে উৎপাদন করতে পারে, এবং যা পানিতে অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান রাখবে না যা দূর করা ব্যায়সাধ্য হতে পারে। হুসসাম পরিবার তাঁদের নিজেদের মানবতা-বোধ থেকেই এরকম প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্যই অক্লান্তভাবে আত্মনিয়োগ করে গিয়েছেন যার সফলতাও অনেক আগেই স্বীকৃত হয়ে গিয়েছে। এই পুরস্কারের দর্শণ একটি সত্যিকারের মানবিক দর্শন বলেই তাঁদের উদ্ভাবিত সোনো ফিলটারই এই প্রতিযোগীতায় বিজয়ী হতে পেরেছে, এবং এই উদ্বাবনটি এই প্রতিযোগীতায় বিজয়ী হয়ে এই পুরষ্কারের দর্শনটিকেও কার্যকরভাবে বৈধ ও সার্থক করেছে যা এই উদ্ভাবনেরই আর একটি বিরাট অবদান বলে আমি মনে করি।

এই কৃতিত্বের আর একটি বড়ো তাৎপর্য আমাদের এই তথাকথিত দরিদ্র দেশের কৃতি সন্তানদের মেধা ও সত্যিকার মানবহিতকর কাজে তার প্রয়োগের নিদর্শন ও তার বিশ্ব-স্বীকৃতি। এ দেশের তরুণদের কাছে এটি একটি বিরাট অনুপেরণাময় ঘটনা। দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠের প্রাঙ্গনে এই কীর্তিকে সন্মান প্রদান যেন এই দেশের উচ্চ-শিক্ষারত তরুণদের মধ্যে এরকম মেধা ও মানবসেবার দৃষ্টান্ত একটি অনুপ্রেরণা হয়ে তাদেরো এরকম কীর্তির পরিচয় দিতে আহবান করে এই কামনা করি।

অধ্যাপক হসসাম ও ড. মুনীর গ্রেনজার চ্যালেঞ্জ পুরষ্কারের টাকা এক মিলিয়ন ডলারের সিংহভাগ বাংলাদেশ ও আশেপাশের অঞ্চলে সোনো ফিলটার প্রস্তুত ও এই কাজ নিয়ে গবেষণার জন্য দান করে মানব-কল্যানকর কাছে তাঁদের অবিচল নিষ্ঠার আরো পরিচয় দিয়েছেন।

সব মিলিয়ে এই কৃতিত্বটি বাংলাদেশের জন্য বিরাট একটি ঘটনা। অধ্যাপক হসষাম ও ডাক্তার মুনীরকে সমস্ত দেশবাসীর পক্ষ থেকে হাজার অভিনন্দন। আপনাদের বিরাট কৃতিত্বের মধ্যে শুধু মানব-জীবনের একটি মহাশত্রু নিধনের অস্ত্রই উদ্ভাবন হয় নি, এই বিশ্বায়নের যুগেও বিশ্বায়নের মূল ফসল, যা দেশ ও বিশ্বের ক্ষমতাবান ধারাসমূহ দ্বারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করেই পিছিয়ে-থাকা জনগোষ্ঠি ও জাতিকে শোষনেরই সুযোগ করে দিচ্ছে, এই পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনের ওপর চরম হুমকির এমন একটি প্রত্যুত্তর উদ্ভাবন করেছেন যা বিশ্বায়নের এই মূল ধারার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে এবং মানুষের সৃজনশীলতাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর কল্যানে প্রয়োগ করেছে।

অধ্যাপক হুসসাম গ্রেনজার চ্যালেঞ্জ পুরষ্কারটি নেবার অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন *"আমি এই পুরষ্কারে আত্মতুষ্ট নই কারণ পৃথিবীতে ৫০ কোটি মানুষ আর্সেনিক আক্রান্ত ঝুঁকির মধ্যে বাস করছেন এবং পৃথিবীর সব দেশের সরকারসহ উন্নয়ন সহযোগীদের জরুরী ভিত্তিতে এগিয়ে আসতে হবে।"* এতো বড়ো পুরষ্কার পেয়েও বিনম্রভাবে নিজের মানবকল্যানকর লক্ষ্য অবিচল রাখবার এই দৃষ্টান্ত বিরল। আর এই কথার মধ্যে তাঁর গভীর বক্তব্য আছে সব দেশেই মানব-কল্যানের জন্য আমরা কীরকম সরকার চাই। বাসনা করতে ইচ্ছা করে অন্তত: বাংলাদেশে আজকে যে রাজনৈতিক সংস্কারের প্রচেষ্টা চলছে তার লক্ষ্য যদি হোত শুধু স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স-ভোট নিশ্চিত করা নয়, এরকম একটি গণকল্যাণকর সরকারই যাতে আগামী নির্বাচনে ক্ষমতায় আসতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করা!

আপনাদের দীর্ঘ সৃষ্টিশীল জীবন কামনা করি যাতে আপনাদের অসাধারণ মেধা ও মানবপ্রেমের উজ্জ্বল ফসল বিশ্বমানবতার কল্যানে আরো ফলিত হতে থাকে।

মো: আনিসুর রহমান
প্রাক্তন অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আর্সেনিকমুক্ত পানির কার্যকর প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গ্রেনজার চ্যালেঞ্জ পুরষ্কার বিজয়ীদের সন্মানে জাতীয় সম্মাননা অনুষ্ঠানে পঠিত। ঢাকা, ৩০ জুন, ২০০৭।